29 APR 2017

আমতলী আইডিয়াল হাইস্কুল

বিদ্যালয়ে না আসায় ছাত্রকে স্কুলে আটকে নির্যাতনের অভিযোগ

প্রতিনিধি, আমতলী (বরগুনা)

বরগুনার আমতলী আইডিয়াল হাইস্কুলের মান্না নামের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে না আসার কারণে পরিচালক মো. হানিফ মিয়া বেধরক পিটিয়ে ১১ ঘণ্টা আটকে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় মান্নাকে তার বাবা উদ্ধার করে আমতলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে। এ ঘটনায় পরিচালক হানিফ মিয়ার বিরুদ্ধে আমতলী থানায় মামলা হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার দক্ষিণ পশ্চিম আমতলী গ্রামের মোশাররফ হাওলাদারের ছেলে মান্নাকে এ বছর জানুয়ারি মাসে প্রাইভেট আমতলী আইডিয়াল হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে। ক্লাস শুরু থেকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসলেও গত মঙ্গল ও বুধবার ফুফাতো বোন মুকুলের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ায় মান্না বিদ্যালয়ে আসেনি। বৃহস্পতিবার সকাল সারে নয়টায় মান্না বিদ্যালয়ে আসলে পরিচালক হানিফ মিয়া তাকে (মান্না) লাইব্রেরিতে ডেকে নেয়। পরে দু'দিন বিদ্যালয়ে না আসার কারনে জোড়া বেতের লাঠি দিয়ে বেধরক মারধর শুরু করে। ওই সময় ছাত্র অনুনয় বিনয় করে তার (পরিচালক) পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে কিন্তু তাতে তিনি নিবৃত হয়নি। পরে ছুটে গিয়ে বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী সাইফুল ইসলামকে জড়িয়ে ধরে। তার কাছ থেকে জোড় করে টেনে হেচরে এনে পুনরায় মারতে থাকে। এক পর্যায় বিদ্যালয়ের দেয়ালে মাথা ঠেসে ধরে। এতে ওই ছাত্রের নাকে আঘাত এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুলা জখম যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রকে মারধর করতে নিষেধ করলে উল্টো তিনি (পরিচালক) শিক্ষকদের গালমন্দ করে। মারধর শেষে পরিচালক ওই ছাত্রকে বিদ্যালয়ে সকাল সারে ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১১ ঘণ্টা আটকে রাখে। বেধরক যন্ত্রণায় বাড়ি যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করলেও যেতে দেয়নি এবং চিকিৎসাও করেনি। ওইদিন রাত ৮টার দিকে ছেলের খোঁজখবর না পেয়ে বাবা মোশাররফ হাওলাদার বিদ্যালয়ে আসেন। পরে মান্নাকে উদ্ধার করে আমতলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অভিভাবকের উপস্থিতি টের পেয়ে পরিচালক হানিফ মিয়া বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ছাত্রের বাবা মোশাররফ হাওলাদার বাদী হয়ে ওইদিন রাত সারে ১০টায় আমতলী থানায় বিদ্যালয় পরিচালক ও গোছখালী বহুমূখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হানিফ মিয়াকে আসামি করে মামলা করেছে। এছাড়া গত বছর জুলাই মাসে মোবাইল ফোন চালানোর অভিযোগ তুলে দশম শ্রেণীর রাব্বি নামের এক ছাত্রকে বেধরক মারধর করে। এতে রাব্বি মানুষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তিন মাস ওই ছাত্রের লেখাপড়া বন্ধ ছিল। অনেক চিকিৎসার পর সে সুস্থ হয়।

গতকাল শুক্রবার আহত মান্না জানায়, পরিচালক স্যার আমাকে লাইব্রেরিতে ডেকে নিয়ে জোড়া বেত দিয়ে মারধর শুরু করে। আমি তার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করলে সে আমাকে লাথি মেরে ফ্লোরে ফেলে দিয়ে মারতে থাকে। পরে বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী সাইফুল স্যারকে জড়িয়ে ধরি। তার কাছ থেকে আমাকে জোড় করে টেনে নিয়ে আবারও মারধর করে এবং বিদ্যালয়ের দেয়ালে মাথা ঠেসে ধরে ধাক্কা দেয়। আমার নাক দিয়ে রক্ত বের হলে আমাকে চিকিৎসা না করিয়ে বিদ্যালয়ে আটকে রাখে। আমি ওই স্যারের বিচার চাই।

ছাত্রের বাবা মোশাররফ হাওলাদার বলেন দু'দিন বিদ্যালয়ে না আসার কারণে আমার ছেলেকে বেধরক মারধর করেছে। তিনি আরও বলেন মারধর করে কোন চিকিৎসা না করিয়ে পরিচালক হানিফ মিয়া বিদ্যালয়ে ১১ ঘণ্টা আটকে রেখেছে। আমি এ ঘটনায় ওই শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিদ্যালয় পরিচালক ও গোছখালী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. হানিফ মিয়ার মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা মো. শহীদ উল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে ওই ছাত্রকে আমতলী হাসপাতালে দেখে এসেছি। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। আসামি আটকের চেষ্টা চলছে।

আমতলী (বরগুনা) : হাসপাতালের শয্যায় আহত শিক্ষার্থী -সংবাদ